

# Razzaque calls for foreign investment in agro-sector

**Agriculture Minister Dr Abdur Razzaque** on Tuesday urged foreign investors to invest in Bangladesh's agriculture sector as the congenial atmosphere is prevailing in the country.

"I urge the developed countries, international banks, donor organisations and private entrepreneurs to invest in Bangladeshi agro-sector as the country has a suitable environment for foreign investment," he said, reports BSS.

He, also Awami League (AL) Presidium Member, said these in a session after the inaugural ceremony of the Food and Agriculture Organization (FAO)'s World Food Forum-2022 held in FAO's headquarters in Rome, Italy, a press release said.

Putting emphasis on cold storage and post-harvest management, agricultural processing and marketing, climate-smart agriculture and irrigation and water management in Bangladesh's investment plan, the minister said the investment of Taka 15,000 crore is required in these sectors in



the next 5 years.

"These sectors are very promising and profitable for investment in agriculture in Bangladesh," he added.

He also sought quick investment in setting up cold storage, post-harvest management, processing and marketing for four products, especially potatoes,

onions, mangoes and tomatoes.

FAO Director-General QU Dongyu, Chief Economist of FAO Torero Cullen and representatives of various international banks, donor organizations and private entrepreneurs spoke on the occasion.

Besides, members of the Bangladesh delegation including Bangladesh's Ambassador to Italy Md Shameem Ahsan, Additional Secretary to the Ministry of Agriculture Ruhul Amin Talukder, Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) Director General Dr Md Shahjahan Kabir and Economic Counsellor of Bangladesh Embassy in Rome Manash Mitra were also present.

তারিখঃ ১৯/১০/২০২২ (পৃঃ১০)



যশোরের চৌগাছায় আগাম শীতকালীন সবজি ক্ষেত

-যায়দিন

## সুবর্ণচরে ব্রি-৭৫ ধানে চিটা চাষিদের স্বপ্নভঙ্গ

### ■ সুবর্ণচর (নোয়াখালী) প্রতিনিধি

প্রতি বছর আমন মৌসুমে আমন ধান আবাদ করে পুরো সংসারের চাহিদা পূরণ করে আসছিলেন কৃষক সাহাবউদ্দিন। এবার তিনি ধারণা করেন ও স্থানীয় এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে এক একর কর্গাজমিতে কোনো ধরণের প্রশিক্ষণ ছাড়াই কৃষি অধিদপ্তরের বীজ সহযোগিতায় ব্রি-৭৫ জাতের উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ করেছেন। অন্য জাতের চেয়ে এ জাতে ফলন বেশি হবে এমন স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন কৃষি অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। স্বপ্ন ছিল অন্যান্য বছরের মতো এবারও পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে আরও কিছু সঞ্চয় হবে। কিন্তু তার স্বপ্ন এখন আর পূরণ হচ্ছে না। তার আবাদ করা পুরো জমির ধানের সব শীষ এখন চিটা হয়ে গেছে। এতে লোকসানের মুখে পড়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন সুবর্ণচরের কর্গাচাষী কৃষক সাহাবউদ্দিন।

উপজেলার পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নের হাজীপুর গ্রামের কৃষক সাহাব উদ্দিন, নেপাল চন্দ্র মজুমদার, চর আমানউল্লাহ ইউনিয়নের ৯নম্বর ওয়ার্ডের ছানা উল্লাহ, কৃষক সাহাবমিয়া ও আক্তার হোসেনের ব্রি-৭৫ জাতের ধান চিটা হয়ে গেছে। সুবর্ণচর কৃষি অফিস জানায়, উপজেলার ৮টি ইউনিয়নে এবার চলতি আমন মৌসুমে ৩৮ হাজার ৭১০ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন জাতের ধানের আবাদ করা হয়েছে।

জানা যায়, ২১টি জাতের ধানের মধ্যে ব্রি-৭৫ জাতের ধানের আবাদে বেশির ভাগই চিটা হয়ে গেছে। একাধিক কৃষকের জমিতে ব্রি-৭৫ ধানের আবাদে দেখা দিয়েছে চিটা। কৃষকরা বলেন, এ ধান চাষে তাদের কোনো প্রশিক্ষণ বা চাষপদ্ধতি জানানো হয়নি। এছাড়াও উপজেলার বেশিরভাগ কৃষকের

অভিযোগ প্রকৃত কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রাণোদনা পায় না। উপজেলার চর আমান উল্লাহ ইউনিয়নের নয়াপাড়া গ্রামের কৃষক সাহাবউদ্দিন বলেন, ভালো ফলনের আশায় ১ একর ভূমিতে কৃষি অফিস থেকে দেওয়া ব্রি-৭৫ জাতের ধানের আবাদ করেন। কিন্তু রোপনের দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যে শীষ বের হওয়া শুরু হয়। শীষ বের হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে ধানের শীষগুলো ক্রমেই চিটা হয়ে যাচ্ছে। ধানে বালাইনাশক ব্যবহার করেও কোনো কাজ হয়নি। একদিকে ধান ফলন হয়নি অন্যদিকে পরিবারের ভবিষ্যৎ ও ধারণা পরিশোধের চিন্তায় এখন দিশেহারা হয়ে গেছেন।

কৃষক সমন্বয়ে গঠিত (সিআইজি) সমিতির সভাপতি ছানা উল্লাহ জানান, উপজেলা কৃষি অধিদপ্তর থেকে উচ্চ ফলনশীল জাতের ব্রি- ৭৫ ধানের বীজ প্রদান করলে, তিনি ১ একর ভূমিতে এ ধানের চাষ করেন। চাষ করার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ধানের শীষ বের হলেও তাতে কোনো রপ্তা দেখা যায়নি। ফলে পুরো জমির ধানের সব শীষ চিটা হয়ে গেছে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বিষয়ে তাদের কিছু করার নেই। সুবর্ণচরে প্রথমবারের মতো ১৮ হেক্টর ভূমিতে ব্রি-৭৫ জাতের ধান আবাদ করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ আছে ধানে। চলতি মৌসুমে ১৮ হেক্টর ব্রি-৭৫ জাতের ধান চাষের মধ্যে প্রায় ৩ হেক্টর ভূমির ধানের শীষ চিটা হতে পারে। কৃষকের চাষ পদ্ধতি না জানার কারণে অনেক সময় চিটা হতে পারে। সে বিষয়ে কৃষকদের বিভিন্নভাবে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।